দৈনিক জনকণ্ঠ

35

তারিখ 29 NOV 1996
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ২

# শিক্ষকদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা!

আমাদের দেশে প্রায় সব ক্ষেত্রের মতোই শিক্ষাক্ষেত্রেও সমস্যার অন্ত নেই। শিক্ষা ব্যবস্থার আমূল সংস্কার, শিক্ষা ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজানোর কথা আমরা বলে থাকি। তার মানেই শিক্ষা পদ্ধতি, পরীক্ষা পদ্ধতি, শিক্ষার্থী, শিক্ষক, শিক্ষার উপকরণ, পাঠক্রম, ভর্তি, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, শিক্ষার পরিবেশ ইত্যাদি সব ক্ষেত্রেই যে পাহাড়প্রমাণ সমস্যা দীর্ঘকাল ধরে বিরাজ করছে, তা আমরা সামগ্রিকভবেই দূর করার কথা বলি। আলাদাভাবে একটি বা দু'টি সমস্যার কিংবা কোন ক্ষেত্রে 'পীসমিল' সমাধান করে অথবা একপেশে দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে কোন ক্ষেত্রে কোন সমাধান করা হলে প্রকৃতপক্ষে তেমন কোন লাভ হবে না বরং সমস্যাকে তার ফলে প্রকারান্তরে জিইয়েই রাখা হবে। এমনকি তার ফলে নতুন সমস্যাও সৃষ্টি হতে পারে।

এ রকম অভিজ্ঞতা আমাদের হচ্ছে বারংবার। সর্বশেষ, পরীক্ষার ফল খারাপের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করতে গিয়ে শিক্ষা মন্ত্রণালয় আবার নতুন সমস্যা সৃষ্টি করে বসেছে এবং এর ফলে প্রকৃত সমস্যাও জিইয়ে রাখাই হবে।

চলতি বছরে এসএসসি এবং এইচএসসি পরীক্ষার ফল খারাপ হয়েছে। এবং ফল বিপর্যয়ের এত খারাপ রেকর্ড আর নেই। কিন্তু সে জন্য দায়ী কি শুধু সংশ্লিষ্ট সরকারী-বেসরকারী স্কুল-কলেজের সব শিক্ষক-শিক্ষিকারা! মন্ত্রণালয় উদ্ভট সিদ্ধান্ত নিয়ে বসেছে। গভীর ও পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে এ ক্ষেত্রে বিরাজমান বিভিন্ন সমস্যার পর্যালোচনা না করেই একেবারে ঢালাও ও একপেশে বিচার করে পরীক্ষার খারাপ ফলের জন্য সংশ্লিষ্ট স্কুল-কলেজের সব শিক্ষক-শিক্ষিকাকে দায়ী করে শায়েস্তা করতে নেমেছেন তাদের আর্থিকভাবে। প্রথমে বেসরকারী স্কুল-কলেজের শিক্ষক-শিক্ষিকাদের বেতন ভাতার সরকারী অনুদান বন্ধ ও পরে সরকারী স্কুল-কলেজের সংশ্লিষ্ট শিক্ষক-শিক্ষিকাদের বার্ষিক ইনক্রিমেন্ট বন্ধ করে দেয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। চলতি বছর এসএসসি পরীক্ষায় যেসব স্কুলের পাসের হার শূন্য ছিল, সেগুলোর অনুদান এক বছর স্থগিত থাকবে। পরে ফল দেখে পুনর্বিবেচনা করা হবে। ইতোমধ্যে ঐ মর্মে মন্ত্রণালয় নির্দেশও জারি করায় সরকারী-বেসরকারী মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষক-শিক্ষিকাদের মধ্যে তা তীব্র ও ব্যাপক ক্ষোভ ও অসন্তোষ সৃষ্টি করে ফেলেছে। শিক্ষক-শিক্ষিকারা মাঠে নামতে শুরু করেছেন প্রতিবাদ জানাতে।

শিক্ষক সমাজ তাঁদের বক্তৃতা-বিবৃতিতে ঐ সরকারী সিদ্ধান্ত প্রত্যাহারের দাবি জানানোর সঙ্গে সঙ্গে সমস্যার মূল কারণগুলোর প্রতি সরকার ও দেশবাসীর দৃষ্টি আকর্ষণেরও প্রয়াস পেয়েছিলো। তাঁরা বলেছেন, শিক্ষার মানোন্নয়নের লক্ষ্যে মনিটরিং, শিক্ষকদের উন্নত প্রশিক্ষণ এবং উন্নত ও উপযোগী সিলেবাস প্রণীত হয়নি। বস্তুত পরীক্ষার ফল খারাপ হওয়ার পিছনে আরও অনেক কারণই বিদ্যমান এবং শিক্ষক সমাজ মাত্র প্রধান কয়েকটি কারণের প্রতিই অঙ্গুলি নির্দেশ করেছেন। কান টানলেই মাথা আসবে। এই মূল কয়েকটি কারণ পর্যালোচনা করতে গেলেই দেখা যাবে মনিটরিং, শিক্ষকদের উন্নত প্রশিক্ষণ, উন্নত সিলেবাস না হওয়ার জন্য প্রধানত একটি বিজ্ঞানসম্মত ও গণতান্ত্রিক শিক্ষা নীতির অভাব ও আমলাতান্ত্রিক বিধি-ব্যবস্থাই দায়ী। অথচ মন্ত্রণালয় সে সব কিছু ছেড়ে সোজাসাপ্টা আঘাত হেনে বসেছে শিক্ষক সমাজের ওপরেই। ভূলুণ্ঠিত করেছে তাঁদের সম্মানকে। তাঁদের রুটিরুজির ওপর, তাদের মুখের গ্রাসে হাত দিয়ে পরিচয় দিয়েছে অমানবিকতা ও অসভ্যতার। কোন সভ্য দেশে, কোন সত্যিকার গণতান্ত্রিক দেশে এ রকম উদোর পিণ্ডি বুধোর ঘাড়ে চাপানোর কথা চিন্তা করা যায় না।

স্পষ্টতই শিক্ষক-শিক্ষিকারা সামগ্রিক শিক্ষা ব্যবস্থার অপরিহার্য অঙ্গ। কিন্তু এ ব্যবস্থাকে নিয়ন্ত্রণের রশিটি তাঁদের হাতে নেই। ব্যবস্থাটি যদি উন্নত শিক্ষা বিস্তার এবং শিক্ষা সুবিধার গণতন্ত্রায়নের অনুকূলে হয় এবং সে ক্ষেত্রে সব রকম গাফিলতি, দায়িত্বহীনতা ও দুর্নীতিরোধের লক্ষ্যে কঠোর জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা হয়, তা হলে কোন শিক্ষক-শিক্ষিকার কি আদৌ নিজ কর্তব্যে বিন্দুমাত্র অবহেলা প্রদর্শনের কোন রকম অবকাশ থাকে? এই মৌলিক প্রশ্নটির প্রতি চোখ বুজে থেকে পরীক্ষার খারাপ ফলের জন্য ঢালাওভাবে সম্মানিত শিক্ষক-শিক্ষিকাদের দায়ী করে তাঁদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ এক চরম দায়িত্বজ্ঞানহীনতারই পরিচয় বহন করে।

আমরা এর আগে পরীক্ষার ক্ষেত্রে সেট কোডের জটিলতা, কম্পিউটারের মাধ্যমে ফল প্রকাশের ক্ষেত্রে ৩৮ নম্বরের জটিলতা, বারংবার সিলেবাস পরিবর্তন, সিলেবাস প্রণয়নের ক্ষেত্রে জটিলতা লক্ষ্য করেছি। প্রতিটি ক্ষেত্রেই শিক্ষক সমাজ নয়, দায়ী শিক্ষা প্রশাসন তথা সরকার। পরীক্ষার ফল বিপর্যয়ের জন্যও ইতোমধ্যে পাঁচ বোর্ডের অভিন্ন প্রশ্নপত্র, প্রশ্ন তৈরিতে কড়াকড়ি, প্রদত্ত সাজেশনের বাইরে থেকে প্রশ্ন করা ইত্যাদি যে সব উপরসা সমস্যা দায়ী বলে চিহ্নিত হয়েছে, সেগুলোর ক্ষেত্রেও চূড়ান্তভাবে শিক্ষক সমাজের ওপর দায়-দায়িত্ব বর্তায় না। দায়িত্ব এ সব ক্ষেত্রেও বর্তায় প্রশাসনের ওপরই।

আমাদের শিক্ষক সমাজ তাদের চাকরি ও শিক্ষা জাতীয়করণ ও সুষ্ঠু শিক্ষা নীতির দাবিতে আগে থেকেই সংগ্রাম চালিয়ে আসছেন। বিগত সরকারগুলোর আমলে সে জন্য তাঁরা জেল-জুলুমও সয়েছেন। তাঁদের সে দাবি বাস্তবায়নের পরিবর্তে তা প্রতিহত ও বিভ্রান্ত করার জন্যই কি পরীক্ষার ফল বিপর্যয়ের জন্য অসঙ্গতভাবে তাদের দায়ী করে তাদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে? এতে পরিস্থিতি শুধু জটিলই করে তোলা হবে।

গণতান্ত্রিক সরকারের কাছ থেকে শিক্ষক সমাজ ও দেশবাসী তা প্রত্যাশা করেন না। সরকার অবিলম্বে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের উল্লিখিত নির্দেশ প্রত্যাহার করে শিক্ষক সমাজের প্রতি ন্যায়নীতিসম্মত ও সম্মানজনক আচরণ প্রদর্শন করে দেশে শিক্ষা ব্যবস্থার আমূল সংস্কারে বাস্তব পদক্ষেপ গ্রহণ করবে, এটাই দেশবাসীর ঐকান্তিক কামনা।